বিগত নয় বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম

[মে, ২০১১ – মে, ২০২০]

Major initiatives and reforms undertaken by the Commission during last nine years

[May, 2011–May, 2020]

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা।

মে, ২০১১ থেকে মে, ২০২০ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান কমিশন পুঁজিবাজারের এক ক্রান্তিকালে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২০১০-১১ সনে ঘটে যাওয়া পুঁজিবাজারের মহা-বিপর্যয় কাটতে না কাটতেই আমাদেরকে সংবেদনশীল এই বাজারে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। একটি ধ্বংসযজ্ঞ নতুন উন্নয়নের সম্ভাবনার বীজ বপন করে যায় – এই বিশ্বাসের উপর ভর করে আমরা দায়িত্ব নেই।

দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই বাজারের করুণ চিত্র আমাদের সামনে চলে আসে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তাদের মাঝে প্রেষণার ঘাটতি থেকে শুরু করে পুঁজিবাজারের সর্বস্তরে আস্থাহীনতা, বিনিয়োগকারীদের সর্বশ্রান্ত হওয়া, প্লেসমেন্ট শেয়ারের অযাচিত দামে রমরমা ব্যবসা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের পাশাপাশি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তায় আর্থিকখাত ছাড়িয়ে সমাজ জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ব্যাংকগুলোর অধিক বিনিয়োগ ও ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্রহণকৃত ঋণ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ফলে অত্যধিক তারল্যের তুলনায় শেয়ার সরবরাহের অপ্রতুলতা, মার্জিন রুলের ঘনঘন পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজরদারি ও সার্ভিল্যান্স সক্ষমতার অভাব, তালিকাভুক্ত কোম্পানীতে সুশাসনের অভাব, স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দুর্বলতা এবং বিভিন্ন অংশীজনের যথাযথ ভূমিকা পালন না করা ইত্যাদি ছিল ২০১০-১১ সালে পুঁজিবাজারে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

দায়িত্ব নেয়ার পরে আমরা কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মকান্ড শুরু করি। সেগুলো হলো-

- পুরাতন আইনের সংশোধন, যুগপযোগিকরণ ও নতুন আইন প্রণয়ন;
- কমিশনের নিয়ন্ত্রণ, কারিগরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্টক এক্সচেঞ্জ ও তালিকাভুক্ত কোম্পানীতে সুশাসন নিশ্চিত করা;
- পুঁজিবাজারের সর্বক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়া চালু করা;
- সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালু করা;
- পুঁজিবাজারে নতুন পণ্য/ইন্সট্রুমেন্টের প্রচলন করা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা।

এ সকল কার্যক্রম শুরু করেছি একটি বিশ্বাস থেকে, আর তা হলো– একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্প, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারের সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য কমিশন ও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষ একটি পুঁজিবাজারের জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যা জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা রাখতে পারবে । বিগত ৯ বছরে সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার কারণে পুঁজিবাজার বর্তমানে স্থিতিশীল। আইন-কানুন, অবকাঠামো, বাজার তদারকি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বিনিয়োগকারীর আস্থা, সমস্ত অংশীজনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইতোমধ্যে বিএসইসির জন্য নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে যা পুঁজিবাজার উন্নয়নের এক অনন্য নিদর্শন। আইনি সংস্কারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কমিশনের কর্মচারিদের পদ-মর্যাদা ও বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংকের সমমান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে,

পাশাপাশি কমিশনও কর্মচারিদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আইনি বিধান রাখা হয়েছে। কমিশনে কর্মরত সকলের জন্য দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কমিশন "নিয়ন্ত্রক ও সহায়তাকারী" উভয় ভূমিকায় পুঁজিবাজার বিকাশের ধারা বজায় রেখেছে এবং বেগবান করছে।

বিগত ২০১৭ সনের ৮ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন, তা আজ বিভাগীয় শহরে বিস্তৃত এবং ঢাকাতে নিয়মিতভাবে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌক্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিহিত করাই বিনিয়োগকারীর সুরক্ষার অন্যতম মূলমন্ত্র।

অর্থনীতিকে বেগবান, বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের অবদান বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার কয়েকটি হল ঃ

- তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোড প্রণয়ন ও অন্যান্য স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ডিমিউচুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করা;
- শেয়ার বাজারে লেনদেনে কারচুপি ও অনিয়ম শনাক্তকরণ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণীত প্রণোদনা প্যাকেজ এর সফল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্পেশাল ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম চালু করা;
- আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ফাইনানসিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (FRC) গঠন করা;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) রুলস, ২০১৫ এর মাধ্যমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। যার সুবাদে অর্থনীতি পাবে নতুন মাত্রার গতিশীলতা, আর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর হবে ভাগ্যন্নোয়ন;
- সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারে কারসাজি নিয়ন্ত্রন;
- আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ;
- বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোডে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা থেকে শুরু করে আইপিওতে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কাট অফ প্রাইসের ১০% নিচে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ারের দাম নির্ধারণ, বিনা পয়সায় শেয়ারের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য মোবাইলে প্রেরণ, সিসিএএম এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ এবং সর্বোপরি বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতকরণের

মাধ্যমে তাদের পুঁজির সুরক্ষার বিষয়টি অন্যতম। উল্লেখ্য যে, বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং আর্থিক বিবরণীর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিসহ যেকোন সাংঘর্ষিক বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে;

- দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসেবে বন্ড মার্কেটের উন্নয়নসহ অন্যান্য ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ প্রবর্তন করা;
- নতুন নতুন প্রোডাক্ট চালুকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর পছন্দের বাসকেট (ঝুরি) কে সম্প্রসারিত ও বৈচিত্রময় করা;
- নতুন প্রোডাক্ট চালু করার পূর্বে তার পরিচিতি, পরিচালন প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ;
- বিএসইসির প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম জোরদার করে সর্বত্র এবং সর্বস্তরে বিনিয়োগ শিক্ষা বিস্তৃতকরণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা ও গুরুত্ব, অন্যান্য সেক্টরের সাথে পুঁজিবাজারের আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটালের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এক্সচেঞ্জে স্মল ক্যাপ বোর্ড (Small Cap Board) চালু করা;
- সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিকতকরণের পাশাপাশি সর্বত্র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা;
- আন্তর্জাতিক মানের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ (সিসিবিএল) প্রতিষ্ঠা।

এ সমস্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমরা উন্নত পুঁজিবাজারের ভিত্তি রচনা করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি। আমাদের প্রণীত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ, বন্ড মার্কেটের উন্নয়নসহ নানাবিধ পণ্যের যথাযথ সংযোজন একদিকে পুঁজিবাজারের গতি যেমন বাড়াবে, তেমনি একটি জ্ঞান-সমৃদ্ধ বিনিয়োগকারী সমাজ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আলোকে কর্মকান্ড পরিচালনা করার অঙ্গীকারবদ্ধ অংশীজনের উপস্থিতিতে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে উঠবে। ফলে, অর্থনীতির মূলধারাসহ অবকাঠামো ও সেবাখাতে অর্থায়নের অন্যতম উৎস হয়ে উঠবে পুঁজিবাজার। ঝুঁকি ও বিনিয়োগ আয়সহ বিভিন্ন মানদন্ডে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শ্রেষ্ঠতম বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার।

নয় বছরে একটি সংবেদনশীল খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে পাশে পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি আট বার আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছেন অথবা আমাদেরকে ডেকে নিয়েছেন। এছাড়াও সীমিত পরিসরে অগণিতবার পলিসি নির্দেশনা দিয়ে আমাদের মনোবল অটুট রাখার পাশাপাশি বিনিয়োগকারী ও বাজারের কল্যাণে অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন ও প্রণোদনা দিয়েছেন। প্রতিবার বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের গুরুত্বকে তুলে ধরে আমাদের অধিকতর উদ্যোগী ও দায়িত্ববান হতে বাধ্য করেছেন। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের এ অংশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কমিশন এজন্য তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

মাননীয় স্পীকারসহ মহান সংসদের সকল সদস্যদের প্রতি আমাদের বিভিন্ন আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখার জন্য জানাই অগণিত শ্রদ্ধা। একই সাথে কেবিনেটের সকল শ্রদ্ধাভাজন সদস্যদের জন্যও রইল আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ। আরো শ্রদ্ধা জানাই অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি ও জাতীয় ক্রয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রতি যাদের অনেক অবদান রয়েছে পুঁজিবাজার উন্নয়নের ধারায় আমাদের প্রচেষ্টায়।

সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত আমাদেরকে অকুণ্ঠ সমর্থন, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, প্রস্তাব ও পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারিগর হিসেবে পুঁজিবাজার বিকাশে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। আমরা তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নানাবিধ দিক-নির্দেশনায় পুঁজিবাজারকে গতিশীল করার পাশাপাশি দীর্ঘ-মেয়াদে অর্থনীতিতে এই বাজারের অবদান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ প্রত্যক্ষভাবে অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতিও রইল আমাদের অসীম শ্রদ্ধা।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়কে, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় কমিশন অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট রুলস প্রণয়নের মাধ্যমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রাইভেট ইক্যুইটি ও ইমপ্যাক্ট ফান্ড এর মত পণ্যের প্রচলন করতে পেরেছে। এসব পণ্যের লেনদেন সুবিধার্থে ইতোমধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে স্মল ক্যাপিটাল প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান FRA Act প্রণয়ন থেকে শুরু করে দেশে-বিদেশে অনেক সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের পুঁজিবাজার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতি রইল আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, যিনি পূর্বে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন, পুঁজিবাজার উন্নয়নে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভূমিকার জন্য জানাাই অজস্র ধন্যবাদ।

অর্থ মন্ত্রাণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সার্বক্ষণিক আমাদের আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেছে ও পরামর্শ দিয়েছে এবং আমাদের সকল সংস্কার কার্যক্রমে ক্রিয়াশীল অংশীজনের মত প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করায় আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। অর্থমন্ত্রলায়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়সহ সবার প্রতি তাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ ব্যাংককে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বিনিয়োগকারী, স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল, ডিবিএ, বিএমবিএ, এএমসি, ফান্ড ম্যানেজার, বিএপিএলসি, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী,তালিকাভুক্ত কোম্পানী থেকে সকল অংশীজন যারা আইন-বিধি-বিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন, বাজারকে সচল, স্থিতিশীল ও শক্তিশালীকরণে অসীম ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকেও জানাই কৃতজ্ঞতা।

সাংবাদিকদের জানাই অপরিসীম ধন্যবাদ। তাদের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কর্মকান্ডকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি জ্ঞান-সমৃদ্ধ বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীসহ অংশীজনদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করার কাজটি তারা করেছেন নিরন্তরভাবে এবং সুনিপুণ দক্ষতায় । পুঁজিবাজার পরিচালন ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আহরন ও তা বিনিময় করার প্রচেষ্ঠাতে আমি মুগ্ধ। আমি তাদের সাফল্যকামনা করি।

দীর্ঘ নয় বছরের পথ চলায় কমিশনার হিসেবে পেয়েছি প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, জনাব আমজাদ হোসেন,জনাব আরিফ খান, জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার

কামালউজ্জমানের সার্বিক সহযোগিতা। কমিশনকে আজকে যারা একটি দায়িত্বশীল এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ও শৃংখলা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করেছে, তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

যাদের শ্রমে-ঘামে, কর্ম-দক্ষতায় এবং নিরলস পরিশ্রমে কমিশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছে, সেসকল কর্মচারিদের অবদান কোন কিছুর বিনিময়ে পরিশোধযোগ্য নয়। মাত্র সামান্য ক'জন কর্মচারি যে বিরাট কর্মযজ্ঞ পরিপালন করে আমাকে দায়বদ্ধতা ও ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন তাদের অবদান আমার স্মৃতিতে আমরণ অম্লান থাকবে। দীর্ঘ-সময় এমন একটি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানে সেবায় নিয়োজিত থাকা শুধু তাদের নিবেদিত ও সর্বতো সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে।আমার সবটুকু ভালবাসা ও শুভকামনা তাদের জন্য।

বর্তমানে মহামারী করোনার করালগ্রাসে বিশ্ব পুঁজিবাজার তথা অর্থনীতি দারুনভাবে বিপর্যস্ত। আমাদের বিশ্বাস, কমিশনের দীর্ঘ নয় বছরের কার্যক্রম ও উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে তথা সড়ক, সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পরমাণু বিদ্যুৎ, মহকাশ যোগাযোগ, সেবা ও অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক খাত এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। সেই সাথে রচিত হবে টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি। বাড়বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের অবদান। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার, যা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হয়ে ব্যাপক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় উন্নয়নে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিগত নয় বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম
[মে, ২০১১ – মে, ২০২০]

২০১০-১১ সালে শেয়ার বাজারে উত্থান-পতনের পর মে ২০১১ এ নতুন কমিশনকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। সেই থেকে কমিশনের প্রধান কর্তব্য হ'ল শেয়ার বাজারে বিপর্যয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং বাজারে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত পরিচালনা করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

<u>আইন প্রণয়ন/সংশোধন</u>

১. **Seurities and Exchange Ordinance, 1969 সংশোধন করা হয়েছে**, অন্যান্যের মধ্যে এ সংশোধনীতে কমিশনের দ্বারা আরোপিত জরিমানার ১৫% পরিমাণ কমিশনে জমা না দিয়ে জরিমানার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে কোন আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাজার সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য তলব ও পরীক্ষা করা, এবং কমিশনের সাবেক এবং বর্তমান কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্তৃক তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা ও ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তথ্য প্রকাশের জন্য জরিমানা অন্তর্ভুক্ত আছে;

২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, **১৯৯৩ সংশোধন করা হয়েছে**, অন্যান্যের মধ্যে এ সংশোধনীতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোনও চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা, পুঁজিবাজার সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য তলব ও পরীক্ষা করা, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য সিকিউরিটির লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসইসি এর কর্মচারিদের জন্য বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান অন্তর্ভুক্ত আছে। অধিকন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় বিএসইসি এর নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন, জনবল বৃদ্ধি, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি সহ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৩. এক্সচেঞ্জসমূহের ডিমুচুয়ালাইজেশনের জন্য এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এক্সচেঞ্জসমূহের জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করেছে। এ লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকারকে এক্সচেঞ্জ এর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথকীকরণে এক্সচেঞ্জের দক্ষতা ও মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ১৩ জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন এবং চেয়ারম্যানকে অবশ্যই স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে। স্বতন্ত্র পরিচালকরা বোর্ড কমিটিতে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, কর্পোরেট সুশাসন উন্নত করে এবং তাদের নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন;

নতুন বিধি প্রণয়ন

৪. ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যু করার জন্য Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 প্রণয়ন করা হয়েছে । ২৯ অক্টোবর ২০১২ এর পূর্বে ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য আলাদা কোন বিধিমালা ছিল না এবং বেশিরভাগ ইস্যুয়ারেরই দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য ব্যাংকে যেতে হতো। দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজার হতে ইস্যুয়ার কোম্পানী কর্তৃক মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত এই বিধিমালাটি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। উল্লেখ্য, এই বিধিমালা প্রণয়নের পর কোম্পানীসমূহ ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করেছে;

৫. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 প্রণয়ন করা হয়েছে। পুঁজিবাজার এর উপর গবেষণাকে একটি আইনী কাঠামোতে নিয়ে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা করার জন্য এই বিধিমালা জরুরি। এটি গবেষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং তাদেরকে শৃঙ্খলায় আনতে সহায়তা করে। পুঁজিবাজার বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদেরকে বিনিয়োগের আগেই কোনও সিকিউরিটির অর্ন্তনিহিত মূল্য নির্ণয়ে এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে;

৬. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমিালা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড, প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড এবং ইমপ্যাক্ট ফান্ডসহ বিকল্প বিনিয়োগের নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য। নিবন্ধিত তহবিল ব্যবস্থাপক এই বিধিমালার অধীনে ট্রাস্ট ফর্মে তহবিল গঠন করে স্টার্ট-আপ (start-up) ও ছোট মূলধনী কোম্পানীতে এই তহবিল বিনিয়োগ করছেন। ব্যাংক বা এনবিএফআই হতে কোনও র্স্টাট-আপ কোম্পানী এবং এসএমই কর্তৃক প্রাথমিক মূলধন বা তহবিল সংগ্রহ করা খুব কঠিন। বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল থেকে স্টার্ট-আপ এবং ছোট মূলধনী কোম্পানি কর্তৃক মূলধন বা তহবিল উত্তোলনের লক্ষ্যে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

৭. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে। ইটিএফ-এর গঠন, নিবন্ধন, সাবস্ক্রিপশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা প্রণয়নের ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বল্প মূল্যে স্টক আকারে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটির দ্রুত মালিকানা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হলো। এটি বাজারে নিয়োগকারীদেরকে নির্দিষ্ট এক্সপোজারের জন্য সহায়তা করবে;

৮. বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে " জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন" স্লোগান চালু করার জন্য কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই বিধিমালা বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়াতে বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে। বিনিয়োগ শিক্ষা হল অর্থের ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান। এটি একই সংগে আর্থিক জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষার জন্য পরিকল্পনার সুবিধা দেয়। গ্রাহকদেরকে আর্থিক বাজারের বিভিন্ন পণ্য এবং বিনিয়োগের উপযুক্ততা মূল্যায়নের জন্য বিনিয়োগ শিক্ষা প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা দেয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সচেতন করার জন্য, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার এবং সম্মেলনের মাধ্যমে আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগের মূল বিষয়গুলি এবং সাধারণ জ্ঞানের আলোকপাত এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়;

৯. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্সচেঞ্জ হতে ক্লিয়ারিং ও সেটেল্‌মেন্ট কার্যক্রম পৃথক করার জন্য একটি স্বতন্ত্র সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিসিবিএল) কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ইহা সেটেল্‌মেন্ট ঝুঁকি হ্রাস করবে। সিসিবিএল প্রধানত প্রতিটি বিক্রেতার কাছে ক্রেতা এবং প্রতিটি ক্রেতার কাছে বিক্রেতা হয়ে কাজ করে। এর ভিত্তিতে সিসিবিএল এর কোনও সদস্য খেলাপি থাকলেও সিসিবিএল অন্য সদস্যদের নির্ধারিত দায় নিষ্পত্তির নিশ্চয়তা দেয়। কাউন্টারপার্টি হতে কাউন্টারপার্টি খেলাপি হওয়ার বিস্তার হতে পারে এরূপ ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে একটি দক্ষ ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা পদ্ধতিগত ঝুঁকি হ্রাস করে;

১০. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Investment Sukuk) Rules, 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে। সুকুক পণ্য ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের জন্য এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদেরকে ইসলামী ফিন্যান্সের বিপুল সুযোগে আকৃষ্ট করা এবং তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এ বিধিমালা বিরাট সুযোগ প্রদান করবে। এই উদ্যোগটি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পগুলির অর্থায়নে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ব্যবহারসহ পরিবেশ দূষন প্রশমন সংক্রান্ত প্রচেষ্টার সমর্থনে ভূমিকা রাখবে। এটি পরিবেশ পরিবর্তনের ঋণাত্মক ঝুঁকি মোকাবেলায় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানগুলিও অনুসন্ধান করবে;

১১. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Derivatives) Rues, 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে।যার মাধ্যমে বাজারে ইনডেক্স ও বিভিন্ন সিকিউরিটিজের ডেরিভেটিভস প্রোডাক্ট আসলে বিনিয়োগ ঝুঁকি মোকাবিলায় Hedging পদ্ধতি ববহার করা যাবে।

১২. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Short-Sale) Rules, 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালায় শর্ট সেল কাঠামো ও প্রক্রিয়া তথা নিষ্পত্তির ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে স্টক ডিলার এবং স্টক ব্রোকারদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শর্ট সেল-এ একজন বিনিয়োগকারী কোনও ব্রোকারের কাছ থেকে কোনো সিকিউরিটি ধার করে এই সমঝোতার মাধ্যমে যে, পরবর্তী সময়ে এই সিকিউরিটি কেনা হবে এবং ব্রোকারের কাছে ফেরত প্রদান করা হবে। শেয়ারটির মূল্য কমে গেলে বিনিয়োগকারী তা কম দামে ক্রয় করে ধারকৃত শেয়ার ফেরত দেয়ার মাধ্যমে লেনদেন করে অর্থ উপার্জন করতে পারে;

১৩. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Risk Based Capital Adequacy) Rules, 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাদের বিনিয়োগকারী ও গ্রাহকদের সুরক্ষার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ন্যূনতম রেগুলেটরী ও সার্বক্ষনিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করতে এই বিধিমালা প্রণীত হয়েছে।

বিদ্যমান বিধি-বিধান সংশোধন

১৪. বিশেষ অডিট অন্তর্ভুক্ত করে Securities and Exchange Rules, 1987 সংশোধন করা হয়েছে, যা নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের মান এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে;

১৫. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন করা হয়েছে;

১৬. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ সংশোধন করা হয়েছে;

১৭. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ সংশোধন করা হয়েছে;

১৮. Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001 সংশোধন করা হয়েছে;

১৯. Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001 সংশোধন করা হয়েছে;

২০. ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ সংশোধন করা হয়েছে;

২১. Securities and exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006 এর সংশোধন করা হয়েছে, যাতে অন্যান্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, পূর্ববর্তী বছরে লাভের রেকর্ড, কোনও ইস্যুয়ার কোম্পানী যদি বাণিজ্যিক পরিচালনায় না থাকে এবং রাইট ইস্যুর পূর্ববর্তী তিন বছরে মুনাফা করতে না পারে তবে এই কোম্পানী অভিহিত মূল্যের বেশী মূল্যে রাইট শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না, প্রিমিয়ামে রাইট অফারের জন্য ইস্যুয়ারের ক্রেডিট রেটিং প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পাঁচ বছর বা প্রযোজ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লভ্যাংশ প্রদান করা সম্পর্কে নিরীক্ষকের প্রশংসাপত্র প্রয়োজন হবে;

২২. এসআরও নং ২৬-আইন/২০১৪ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১৪ শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা বাতিল করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ১৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের পত্র নং- ৫৩.০০.০০০০.২৮.০০১.১৯-১৬৫ এর মাধ্যমে বিএসইসি'তে ১৮০টি (একশ আশি) নতুন কর্মচারির পদ সৃষ্টি এবং কয়েকটি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করেছে। অধিকন্ত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের পত্র নং - ৫৩.০০.০০০০.৪২১.২৮.০০১-১৯- ১৮৬ এর মাধ্যমে বিএসইসি'তে অফিস সহায়কদের ২৫টি (পঁচিশ) পদ সৃষ্টি করেছে;

২৩. ভাল মৌল ভিত্তিসম্পন্ন সিকিউরিটিজের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য, Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি, বুক-বিল্ডিং পদ্ধতি, দরখাস্ত জমা ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, বুক-বিল্ডিং পদ্ধতির আওতায় কাট-অফ প্রাইস (cut off price) নির্ধারণে ইলেকট্রনিক বিডিং এর মাধ্যমে ডাচ অকশন, আন্ডার রাইটিং, অফারযোগ্য সিকিউরিটিজের বন্টনের কোটা, শেয়ারের লক-ইন, প্রসপেক্টাসে প্রকাশের বিষয়সমূহ এবং অনুমোদন ও জারিকরণ প্রক্রিয়া পরিবর্তন বা সংযোজন করে এই বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছ;

২৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বাজার সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০১৭ শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট বিধিমালার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

২৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্বগ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এর পরিবর্তে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

২৬. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2018 প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বল্প পুঁজির কোম্পানি যার পরিশোধিত মূলধন ৫০ (পঞ্চাশ) মিলিয়ন টাকা হতে ৩০০ (তিনশ) মিলিয়ন টাকার নিচে, তা এই বিধিমালার আওতায় স্থির মূল্যে বা বুক-বিল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। স্বল্প মূলধনি কোম্পানিসমূহ সিকিউরিটি ইস্যু করে স্মল ক্যাপ প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্তি ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে তারল্য ঘাটতিপূরণ করতে পারে।

২৭. Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট Regulations এর পরিবর্তে নতুন Regulations প্রণয়ন করা হয়েছে;

২৮. Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট Regulations এর পরিবর্তে নতুন Regulations প্রণয়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্কার/অগ্রগতি

২৯. ২০১১ সালের মে মাসে নতুন কমিশন গঠিত হবার পরে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পুঁজিবাজারের অংশীজনদের নিয়ে একটি সভা আহবান করেন, যেখানে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৯০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করেন। আইপিওতে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০% কোটাসহ প্রেণোদনা প্যাকেজটি ২০১৩ সালের ১৯ই আগষ্ট হতে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

৩০. ২৭ জুলাই ২০১১ তারিখে, কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্মকে ধারাবাহিক ভাবে ০৩ (তিন) বছরের বেশি নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ না করার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরীক্ষক এর গ্রাহক কোম্পানি হতে স্বতন্ত্র হবে, যাতে নিরীক্ষার মতামত তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট নিরপেক্ষ ও সৎ পেশাদারী মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকগণের জন্য এটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে;

৩১. কমিশনের নির্দেশনা ও তদারকিতে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ কর্তৃক জুলাই ২০১১-তে Corporate Finance বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা তালিকাভুক্ত কোম্পানীর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং পরিচালনা পদ্ধতির উন্নতি করবে ও সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করবে;

৩২. আইপিও'র পূর্বে, কোন কোম্পানি জনগণের পরিবর্তে কিছু নির্বাচিত বিনিয়োগকারীর কাছে শেয়ার বিক্রি করতো। এমন কতজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে শেয়ার বিক্রি করা হবে এর কোনও সীমা ছিল না এবং এতে প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ারের বিক্রয় মূল্য অভিহিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হতো এবং এর ফলে একটি কার্ব মার্কেট তৈরি হয়েছিল। ওই শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগকারীগণ সরল বিশ্বাসে বিনিয়োগ করে

সেকেন্ডারি মার্কেটে ভাল মুনাফা প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু কোম্পানি কখনও আইপিও এর জন্যে কমিশনে আবেদন করেনি বা নিয়ন্ত্রন সংস্থার অনুমোদন পায়নি। ইহা কিছু বিনিয়োগকারীর ফুলে ফেপে উঠা বা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ২ অক্টোবর ২০১১ তারিখের নোটিফিকেশন অনুযায়ী, আইপিও'র পূর্বে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যতীত কর শনাক্তকরণ নম্বর থাকা অনধিক একশত (১০০) বিনিয়োগকারীর (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা উভয়) নামে শেয়ার ইস্যু করা যেতে পারে। শেয়ার অফার করার জন্যে কোনো কোম্পানিকে অফার ডকুমেন্ট/ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম (আইএম) সহ মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করতে হবে।

সেই হিসাবে, কমিশন ১৯ জুন ২০১৯ পর্যন্ত কোনও প্রিমিয়াম বিবেচনা না করে সমান বা অভিহিত মূল্যে শেয়ার ইস্যু করার সম্মতি দিয়েছে। এই নোটিফিকেশনটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্টের অধীনে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত ইস্যুয়ার কোম্পানিসহ সংশ্লিষ্টদের অনিয়ম বন্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে, মূলধন উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটি ইস্যুয়ার ব্যতীত সকল ইস্যুয়ার বা কোম্পানিকে ইক্যুইটি সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ধারা 2A(2)(a) এর বিধান হতে অব্যাহতি দেয়।

৩৩. ২২ নভেম্বর ২০১১ তারিখের নোটিফিকেশন অনুযায়ি, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির সকল উদ্যোক্তা/ প্রোমোটার এবং পরিচালকগণ সর্বদা কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) শেয়ার ধারণ করবেন। ৩০% এর কম শেয়ার ধারণকারী উদ্যোক্তা/ প্রোমোটার এবং পরিচালকগণ এই নোটিফিকেশন প্রদানের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে বাকী পরিমাণ শেয়ার অর্জন করতে পারবেন এবং কোন কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অন্য পরিচালক পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২% (দুই শতাংশ) শেয়ারধারণ করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদে নৈমিত্তিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে শেয়ারহোল্ডিং বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজারে শেয়ারের ফ্রি ফ্লোট সংখ্যা কমেছে যা চাহিদার তুলনায় সরবরাহকে হ্রাস করে বাজারকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করছে;

৩৪. ২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও সাবসিডিয়ারীসমূহের তহবিল সর্বনিম্ন ৫১% প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহ করতে পারবে;

৩৫. ২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি, বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-নিবাসী বাংলাদেশিদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের উপর আরোপিত ১০% Capital Gain Tax প্রত্যাহার করা হয়;

৩৬. কমিশনের সুপারিশক্রমে ২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি, শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংক এর কোন সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে উক্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের 'exposure to capital market' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গণ্য না করার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে;

৩৭. ২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সিদ্ধান্ত অনুযায়ি, পুঁজিবাজারে ব্যাংক এর বিনিয়োগ উদ্ভুত কোন ক্ষতির জন্যে প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে gain/loss net off করে provision সংরক্ষণ করা যাবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে পূর্বে শুধু net loss কে বিবেচনায় নেয়া হত;

৩৮. কমিশনের সুপারিশক্রমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কারি ব্রোকারেজ কমিশন হিসেবে লেনদেন মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.১০% থেকে হ্রাস করে ০.০৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;

৩৯. ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ হতে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০.০০ (দশ) টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। ইহা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে করতে কোম্পানিসমূহের আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং তুলনা করতে সহায়ক হয়েছে। অধিকন্তু, শেয়ারের সংখ্যা বাড়লেও ইপিএস না বাড়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট তারিখে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলির অভিন্ন অভিহিত মূল্য থাকার কারণে বাজার হতে অতিরিক্ত সুবিধা অর্জন রোধ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সিকিউরিটিজ স্প্লিট (split) করার ফলে বিনিয়োগকারীগণ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হতেন ফলে সিকিউরিটিজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। বেশি অভিহিতমুল্যের সিকিউরিটিজের তুলনায় কম অভিহিত মুল্যের সিকিউরিটিজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা এর ফলে হ্রাস পেয়েছে;

৪০. বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইহা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে;

৪১. পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ১০ বছরের (২০১২-২০২২) মাস্টার প্ল্যান (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের বিকাশের জন্য, এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা অর্জন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই ১০ বছরের মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করে। এই মাস্টার প্ল্যানে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) বিএসইসি'র কাজের ও আর্থিক স্বাধীনতা, সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কর্মচারিদের সংখ্যাও গুণগতমান উন্নীতকরণ এবং এর পদ্ধতিগুলিকে (তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ) শক্তিশালীকরণ;
(খ) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিধি বিধান শক্তিশালীকরণ;
(গ) আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নীতকরণ;
(ঘ) বাজারে নতুন পণ্যের (উদাহরণ: কর্পোরেট বন্ড, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ এবং ডেরিভেটিভস ইত্যাদি) সুশৃঙ্খল ও টেকসই অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা;
(ঙ) পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (উদাহরণ: মিউচুয়াল ফান্ড, বীমা কোম্পানি, পেনশন তহবিল) সুশৃঙ্খল ও টেকসই অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা;

পুঁজিবাজারের স্বার্থে আইনী ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, বন্ড মার্কেট, আর্থিক বাজার অবকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ডেরিভেটিভস, সিকিউরিটাইজেশন এবং কর ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) মাস্টার প্ল্যান অনুসারে বেশকিছু নীতিগত কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে।

৪২. সিকিউরিটিজ বাজারে আস্থা নিশ্চিতকরা এবং আপত্তিজনক, কারসাজিমূলক বা অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে নজরদারির লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আধুনিক সমন্বিত সার্ভেইল্যান্স সফ্টওয়্যার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ সনে স্থাপন করেছে। সতর্কতা প্রদানের মাধ্যমে এবং লেনদেনে কারসাজি সনাক্ত করে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম জোরদার করে বাজারে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে, ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতারা লেনদেনের স্বচ্ছতার প্রতি আস্থা রেখে ব্যবসা করছে;

৪৩. Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে অমনিবাস হিসাব থেকে গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব-এ রূপান্তরের নিমিত্ত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;

৪৪. আইপিও প্রক্রিয়াতে সময় এবং ঝামেলা হ্রাস করার জন্য, ব্যাংকের পরিবর্তে বাজার মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আইপিও আবেদনের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে;

৪৫. বিএসইসি'র নির্দেশে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের সূচকপ্রবর্তন করা হয়েছে, যা সিকিউরিটির মূল্য পরিবর্তনের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায়। ডিএসই'তে ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে এবং সিএসই'তে ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে পূর্বের Index এর অসংগতি দূরীকরণের লক্ষ্যে নতুন Index প্রবর্তন করা হয়েছে;

৪৬. মে ২ ,২০১৩ তারিখে প্রণীত এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এর ভিত্তিতে ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড হয়েছে;

৪৭. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নিজস্ব অর্থায়নে শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে উক্ত ভবনের ভিত্তি প্রস্তুর স্থাপন এবং ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উহার উদ্বোধন করেন;

৪৮. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ১৯৯৫ সাল থেকে সিকিউরিটিজ মার্কেটসমূহের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান International Organization of Securities Commissions (IOSCO) এর সাধারণ সদস্য ছিল। পরবর্তীতে IOSCO এর সকল শর্তাদি পরিপালন করে ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করত Appendix B হতে Appendix A তে উন্নীত হয়েছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য সকল উন্নত বাজার অন্তর্ভুক্ত আছে। এর ফলে বিএসইসি IOSCO এর নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে;

৪৯. কমিশনের অনুরোধক্রমে, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার ০৭ জানুয়ারি ২০১৪ এ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ইহা সিকিউরিটিজ আইন প্রয়োগ ও বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান করেছে, যথা- সাধারণ আদালতের ডকেটে প্রচুর মামলা থাকে, ফলে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর মামলাগুলির শুনানি হয় না;

৫০. বিএসইসি, IOSCO এর 'B' হতে 'A' ক্যাটাগরীতে উন্নীত হওয়ার কারণে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএসইসি'কে সংবর্ধনা এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন;

৫১. তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের রেজিস্টার্ড অফিস যে শহরে বা এলাকায় অবস্থিত সে স্থানে উহাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে ১৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;

৫২. কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ IOSCO (আইওএসকো) এর সাথে বিএসইসির সমঝোতা স্বাক্ষরের পরে IOSCO এর এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন এ্যাডভাইজর (Enforcement and Cooperation Advisor) হিসেবে সেকেন্ডমেন্ট পলিসি (Secondment Policy) এর আওতায় নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি IOSCO এর হেডকোয়ার্টার স্পেনের মাদ্রিদে তিন বছরের জন্য অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থায় একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে পারা বিএসইসির জন্য অনেক বড় সম্মানের, যা খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং যেখানে শক্তিশালী পেশাগত দক্ষতা ও অঙ্গীকারের প্রয়োজন;

৫৩. সরকারের সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অবিরাম চেষ্টার ফলে জাতীয় সংসদ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন (এফআরএ) পাস করে এবং এই আইনের অধীনে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) গঠন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য, পক্ষপাতমুক্ত এবং ভুল তথ্যবিহীন আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপনা করা। অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য হল আর্থিক বিবরণীর উপর নিরপেক্ষ ও সৎ পেশাদারি মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষা করা। আর্থিক প্রতিবেদন ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিরীক্ষণ, আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা আনতে এবং নিরীক্ষণ কার্যের বিশ্বস্ততা এবং নিরীক্ষণ প্রতিবেদনের মান উন্নত করতে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

৫৪. ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে;

৫৫. পুঁজিবাজার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিএসইসি'তে ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে উহার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

৫৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;

৫৭. গ্রামীন ওয়ান এর ফাষ্ট স্কীম গ্রামীন মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং এইমস ফাষ্ট গ্যারান্টিড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর মেয়াদ শেষে অবসায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে;

৫৮. প্রথম আইসিবি থেকে অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড পর্যন্ত মোট ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর মেয়াদ শেষে কনভারশন এর মাধ্যমে মেয়াদী থেকে বে-মেয়াদী ফান্ডে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে;

৫৯. নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদাভাবে ইনভেষ্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে;

৬০. মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে, যা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশ অনুসারে, সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানি কোন মূল্য সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বা এরূপ তথ্য জানার আধা ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে বিএসইসি এবং এক্সচেঞ্জগুলিকে জানাবে এবং তদনুযায়ি একটি বহুল প্রচারিত বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এবং একটি ওয়েব পোর্টালে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ করবে;

৬১. পূর্বে এক্সচেঞ্জ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ডিমুচুয়ালাইজেশনের পর ইহা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। ফলে এক্সচেঞ্জ বেশিরভাগ ব্রোকার সদস্য দ্বারা মালিকানাধীন একটি সত্তা থেকে শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন একটি লাভজনক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং উহার মালিকানার অধিকার হতে লেনদেনের অধিকার পৃথক হয়। এ কারণে নতুন শেয়ারহোল্ডারদের নিকট এক্সচেঞ্জকে লাভজনক এবং আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। ডিমুচুয়ালাইজেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে মুনাফা অর্জন করা দুরূহ বিধায় একটি শুভ সূচনা করার জন্যে এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জ কর মওকুফ চায়। এ লক্ষ্যে, এক্সচেঞ্জ কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পাঁচ বছরের কর মওকুফের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানায়। ফলে, এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত ২৬ জুন ২০১৪ তারিখের এসআরও নং-১৫৭-আইন/আয়কর/২০১৪ অনুযায়ি, ১ জুলাই ২০১৪ থেকে এক্সচেঞ্জকে ক্রমহ্রাসমান হারে পাঁচ বছরের জন্য কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, এনবিআর ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের এসআরও নং ১০৯-আইন/আয়কর/২০১৬ অনুযায়ি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য কর অব্যাহতির হারকে ৮০% থেকে ১০০% এ সংশোধন করেছে।

৬২. বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে ডেবিট/ক্রেডিট হলে বিনা ফি'তে তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস বার্তা প্রেরণ চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিডিবিএল সুবিধাভোগী মালিক (বিও) হিসাবধারীকে তার হিসাবে সংঘটিত দৈনিক ডেবিট-ক্রেডিট লেনদেনের বিশদ বিবরণ সম্বলিত এসএমএস সতর্কতা সরবরাহ করে। জালিয়াতির মাধ্যমে সিকিউরিটির স্থানান্তর হ্রাস করতে ইহা সহায়ক হয়েছে;

৬৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে বিএসইসি দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, কেননা বিনিয়োগ সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞানই একজন বিনিয়োগকারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুঁজি।

৬৪. দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য বিএসইসি'তে ফাইন্যানসিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

৬৫. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসাবে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) ৫ই মে ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছে। বিএএসএমের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কর্মচারি ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন নির্ধারিত শ্রেণীর জন্য দেশব্যাপী আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া।

৬৬. ১৪ মে ২০১৮তারিখের চুক্তি অনুসারে, চীনা কনসোর্টিয়াম (শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ সমন্বিত) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২৫% শেয়ার ক্রয় করেছে। এই কনসোর্টিয়ামটি ডিএসইর উন্নয়নে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে;

৬৭. ডিমুচুয়ালাইজেশন স্কিম, ২০১৩ অনুসারে এক্সচেঞ্জের ২৫% শেয়ারবিক্রি করা উহার ব্যবস্থাপনার জন্যে বাধ্যতামূলক ছিল। এ প্রেক্ষিতে, কৌশলগত বিনিয়োগকারী চীনা কনসোর্টিয়ামের নিকট হতে ২৫% শেয়ার বিক্রি বাবদ ডিএসই ৯৪৭ কোটি টাকা পায় এবং উহার ২৩৭ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করে। এক্ষেত্রে, কমিশনের অভিমত ছিল যে ইহা বাজারে নগদ অর্থ প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারকে আরও বেশি কর আদায় করতে সহায়তা করবে। পরবর্তীতে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিক্রয় আয়ে মূলধন লাভের উপর কর কমাতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ডিএসই'র বেশির ভাগ শেয়ারহোল্ডার কমিশনকে অনুরোধ করেন। ফলে, কমিশন সরকারকে এ অনুরোধ করে। কমিশনের অনুরোধে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরামর্শক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এই মর্মে এসআরও জারি করে যে, ডিএসই'র ২৫% শেয়ার বিক্রির বিপরীতে চীনা কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সর্বনিম্ন তিন বছরের জন্য পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা হলে আয়কর ১৫% এর পরিবর্তে ৫% হবে।

৬৮. সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনস, ২০১২ সংশোধন করে নতুন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। কোম্পানির বোর্ড গঠন ও উন্নয়ন, পারিশ্রমিক, জবাবদিহিতা, অডিট এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মান নির্ধারণ করে। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের মূল লক্ষ্য হ'ল তালিকাভুক্ত কোম্পানীতে সুশাসন নিশ্চিত করে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকারকে শক্তিশালী করা এবং শেয়ারহোল্ডারদেরকে ইনসাইডার যেমন ম্যানেজার বা প্রভাবশালী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ শোষণ থেকে রক্ষা করা;

৬৯. আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও উহা প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ২০ জুন ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়েছে;

৭০. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ২৫ বছর পুর্তি উপলক্ষে ১২-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রজতজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি;

৭১. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক নির্ধারিত "বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ, ২০১৭", ০২-০৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিসহ বিএসইসি সপ্তাহটি উদযাপন করে। এ সময় থেকে প্রতিবছর বিএসইসি এই সপ্তাহ পালন করছে;

৭২. মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Close-end Mutual Fund) এর মেয়াদ পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে;

৭৩. সরকারি দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী পুঁজিবাজার সম্পর্কিত তথ্যের বিনিময় ত্বরান্বিত করতে বিএসইসি External Data Request Processing (EDRP) চালু করেছে;

৭৪. কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের প্রভিডেন্ট ফান্ড কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তা হতে পারবে না মর্মে ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে;

৭৫. ৮ মে ২০১৮ তারিখের নির্দেশ অনুসারে, শেয়ার লক-ইন করার বিধানটি প্রসপেক্টাস জারির তারিখের পরিবর্তে পুঁজিবাজারে প্রথম ট্রেডিং দিন থেকে গণনা করা হবে। কোনও কোম্পানির নতুন ইস্যু করা পাবলিক শেয়ারের লক-ইন এর এই সময় বাজারে তালিকাভুক্তির পর শেয়ারের দাম স্থিতিশীল করতে সহায়তা করছে;

৭৬. ১৫ মে ২০১৯ তারিখে সিডিবিএলের Central Depository সিস্টেমের জন্য ব্লক মডিউল চালু করা হয়েছে। এই নির্দেশনার ফলে, তালিকাভুক্ত কোম্পানি উহার উদ্যোক্তা, পরিচালক, প্লেসমেন্ট শেয়ার হোল্ডারদের এবং সম্পদ ব্যাবস্থাপক কোম্পানি উহার অধীন পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তাদের ও প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের ইউনিট, CDBL এর ব্লক মডিউল ব্যবহার করে ব্লক করে রাখবে. এই মডিউলটি লক-ইন সময়ের মধ্যে লক সিকিউরিটির কোনও হস্তান্তর বন্ধ করতে সহায়ক হয়েছে;

৭৭. উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে, তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য পরিচালকগণের ২% শেয়ার ধারণ এবং পরিচালক ও উদ্যোক্তাগণ সম্মিলিতভাবে ৩০% শেয়ার ধারণ সংক্রান্ত পূর্বের আদেশকে আরও স্পষ্ট করে এবং নতুন শর্তাদি সংযোজন করে ২১ মে ২০১৯ তারিখে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে;

৭৮. তালিকাভুক্ত কোম্পানি কোন যৌক্তিক কারণ (যেমনঃ কোম্পানীর Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion) ব্যতিত বোনাস শেয়ার ঘোষণা করতে পারবে না এবং ঘোষণার সময় মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসেবে উক্ত কারণ প্রকাশ করতে হবে মর্মে ২৩ মে ২০১৯ তারিখে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। অধিকন্তু, বোনাস শেয়ার মূলধন রিজার্ভ বা revaluation রিজার্ভ বা কোনও অবাস্তব লাভ বা কোম্পানির তালিকাভুক্ত হওয়ার পূর্বে অর্জিত লাভ বা ঘোষিত মূলধন হ্রাস করার মাধ্যমে বা কোনও অন্য উপায়ে ঘোষণা করা হয় না যাতে ডিভিডেন্ড পরবর্তী রক্ষিত আয় নেতিবাচক হয়ে যায়;

৭৯. মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে পুন:বিনিয়োগ (Re-investment) পদ্ধতি বাতিল করে ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে। লভ্যাংশ, আয়ের উৎস হিসাবে বা উহা আরও শেয়ার কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী সাধারণত নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার আশায় মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট ক্রয় করে থাকেন এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডে পূন:বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীগণ নগদ লভ্যাংশ পেতে আগ্রহী হন। এই আদেশ বিনিয়োগকারীদেরকে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করবে;

৮০. কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য পুনরায় ৮৫৬ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ফান্ড গঠন করেছে, যা বিএসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি এর যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ লক্ষ্যে সরকার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ৯০০ কোটি টাকার ফান্ড গঠন করেছিল;

৮১. আইপিও এবং তালিকাভুক্ত ব্যতিত অন্য সকল কোম্পানি কর্তৃক ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে প্রাইভেট অফারের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ সহজ হয়েছে ও জটিলতা হ্রাস পেয়েছে এবং ইহা বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

৮২. আইপিও এবং রাইটস ইস্যুর কতিপয় শর্তাদি সম্পর্কিত নোটিফিকেশন ২০ জুন ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়েছে। এই নোটিফিকেশনের ফলে, তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) এর বেশি ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না। অন্যদিকে, তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি আইপিও'র প্রসপেক্টাস প্রকাশের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছরের মধ্যে এবং আইপিও বা পূর্ববর্তী রাইটস ইস্যু বা রিপিট পাবলিক অফারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের পূর্ণ ব্যবহারের পূর্বে রাইটস শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। অধিকন্তু, কোনও স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তালিকাচ্যুত এবং /অথবা ওভার-দ্য কাউন্টার (ওটিসি) এর মাধ্যমে লেনদেন করা কোনও সিকিউরিটি ইস্যুয়ার পুনরায় তালিকাভুক্তির পরে ০৩ (তিন) আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে রাইটস শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না;

৮৩. APEC Financial Regulators Training Initiative এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যৌথভাবে ৮-১০ জুলাই ২০১৯ সময়ে বিনিয়োগ শিক্ষা এবং বিনিয়োগকারী সুরক্ষা সম্পর্কিত একটি আঞ্চলিক সেমিনার এর আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি;

৮৪. পুঁজিবাজার সম্পর্কিত কতিপয় আইন, বিধি-বিধান সঠিকভাবে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিপালন করছে কিনা, তা তত্বাবধানের উদ্দেশ্যে জুলাই ২০১৯ হতে কমিশনের Online Report Submission Platform(ORSP) এর মাধ্যমে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর ফলে সময় এবং কাগজ সাশ্রয়ের পাশাপাশি জটিলতা হ্রাস পেয়েছে;

৮৫. বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং সহজেই অভিযোগ জমা দেওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনলাইনে ভিত্তিক Customer Complain Address Module (CCAM) চালু করেছে। সিসিএএম হ'ল একটি অনলাইন অভিযোগ পরিচালনা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল ও সময় সাশ্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সমস্যার সমাধান করা হয়। সিসিএএম হ'ল গ্রাহকদের অভিযোগের মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের একটি কৌশল;

৮৬. যোগ্য বিনিয়োগকারীদের তারল্য সরবরাহের জন্য উভয় এক্সচেঞ্জে পৃথক এসএমই প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কোম্পানি এবং সম্ভাব্য উচ্চ প্রবৃদ্ধির স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে তহবিল সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এক্সচেঞ্জের এসএমই প্ল্যাটফর্ম এসএমইদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যার ইস্যু পরবর্তী পরিশোধিত মূলধন ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা বা এর কম;

৮৭. স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটির মূল্যের উপর সার্কিট ব্রেকার সম্পর্কিত আদেশ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়েছে। এই আদেশ অনুসারে, কোন সিকিউরিটির ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী মূল্য পরিবর্তনের সীমা হইবে উহার রেফারেন্স মূল্য বা পূর্ববর্তী দিন শেষে মূল্যের ৩.৭৫% থেকে ১০% পর্যন্ত। অধিকন্তু, কোনও নতুন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সার্কিট ব্রেকার প্রথম দুই ট্রেডিং দিবসের জন্য ৫০% এবং পরে নিয়মিত হার প্রযোজ্য হবে। এর ফলে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির মূল্য পরিবর্তনে অস্বাভাবিকতা হ্রাস পেয়েছে এবং বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর শেয়ারের দাম স্থিতিশীল হতে সহায়ক হয়েছে;

৮৮. Ease of Doing Busines এর চাহিদা অনুযায়ি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তিনটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে, ইহা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে;

৮৯. ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নিরীক্ষকগণের একটি প্যানেল অনুমোদন করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের তহবিল যথাযথভাবে ব্যবহার সম্পর্কে বিনিয়োগকারী এবং ঋণদাতাদের আস্থা সৃষ্টিতে ইহা সহায়তা করবে। আর্থিক বিবরণী এবং নথিপত্র কোম্পানির সত্যিকারের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে কিনা তা, আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে এবং হিসাবের নথিপত্র পরীক্ষা করে নিরীক্ষকগণ নির্ধারণ করতে পারেন;

৯০. অ-তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি এবং ডেট (debt)সিকিউরিটির বিনিয়োগকারীদের তারল্য সরবরাহের জন্য, বিএসইসি এবং এক্সচেঞ্জগুলি ওটিসি মার্কেটের পরিবর্তে বিকল্প ট্রেডিং বোর্ড (এটিবি) প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দেশের শেয়ার বাজারে অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি, বন্ড, ডিবেঞ্চার, সুকুক এবং ওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের মতো নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তির সুবিধার্থে Alternative Trading System Rules এর অনুমোদন করেছে;

৯১. বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় এবং আস্থা বাড়াতে বিএসইসি কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য পরিবর্তনে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারল্য সংকটসহ নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কিত উদ্বেগের কারণে অন্যান্য বৈশ্বিক বাজারগুলির মতো বাংলাদেশের বাজারেও সামগ্রিকভাবে মূল্য হ্রাসের প্রবণতা দেখায়। এ প্রেক্ষিতে, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ও সচেতন করতে বিএসইসি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে:

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে:

- পুঁজিবাজারে ব্যাংক ও এনবিএফআইয়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্প সুদের তহবিল নিশ্চিত করা;
- আইসিবি'র বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া; এবং
- বাজারে ভাল শেয়ারের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য মানসম্পন্ন বহুজাতিক ও সরকারি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা;

(খ) সাধারণ বিনিয়োগকারী কতৃক আতংকিত হয়ে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করার নিমিত্ত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির বাজার লেনদেনে প্রারম্ভিক মূল্য সম্পর্কে সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কমিশন ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে একটি আদেশ জারি করেছে। বাজার লেনদেনে কোনো সিকিউরিটির প্রারম্ভিক মূল্য হবে ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) লেনদেন দিবসে উক্ত সিকিউরিটির সর্বশেষ মূল্যের গড়;

(গ) বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রভাব এবং কোম্পানির এজিএম বা ইজিএম এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকির প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা করে কমিশন, পাবলিক ভেন্যুতে শারীরিকভাবে সরাসরি উপস্থিত হয়ে এজিএম বা ইজিএম পরিচালনার পরিবর্তে ওয়েবিনার/টেলিকনফারেন্স/ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের যেকোন উপায়ে এজিএম বা ইজিএমম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে;

(ঘ) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত কতিপয় আইন, বিধি-বিধান সঠিকভাবে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিপালন করছে কিনা, তা তত্বাবধানের উদ্দেশ্যে জুলাই ২০১৯ হতে কমিশনের Online Report Submission Platform (ORSP) এর মাধ্যমে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর ফলে সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি শারীরিকভাবে উপস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে;

(ঙ) এক্সচেঞ্জগুলির অন লাইন নিউজ ফিডের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য কোভিড-১৯ এর সতর্কতার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সচেতনতার সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে:

"সংশ্লিষ্ট সকলকে এতদ্বারা অবগত করা যাচ্ছে যে, (১) ব্রোকার কার্যালয়ে গ্রাহকদের ভিড় নিরুৎসাহিত করুন এবং মোবাইল অ্যাপস এবং অন্যান্য ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিভাইসগুলির মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য আরও উৎসাহিত করুন, (২) করমর্দন করা যাবে না, ৩) আলিঙ্গন করা যাবে না; (৪) যুক্তিসঙ্গত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন (কমপক্ষে এক মিটার), (৪) কাশি বা হাঁচি হওয়া বা কোনও সন্দেহজনক উপসর্গ রয়েছে এমন কর্মচারি এবং গ্রাহকদের সনাক্তকরুন, (৫) চোখ, নাক, কান ও মুখ এ হাত দেয়া থেকে বিরত থাকুন, (৬) অফিসে প্রতিবার প্রবেশের সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখুন (কর্মচারি, গ্রাহক এবং দর্শনার্থীদের জন্য), (৭) ব্রোকার কার্যালয়ে কর্মচারি এবং গ্রাহকদের সরবরাহ করার জন্য মাস্ক এর ব্যবস্থা রাখুন, (৮) দর্শনার্থীদের অফিসে প্রবেশ করতে নিরুৎসাহিত করুন, (৯)পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কর্মচারীদের জন্য ভার্চুয়াল অফিসের ব্যবস্থা করুন, এবং (১০) অফিসে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলুন এবং কর্মচারি ও গ্রাহকদের মধ্যে টেলিফোন / ভিডিও কনফারেন্সকে উৎসাহিত করুন।"

৯২. বিগত নয় বছরে পণ্য ও বাজার উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও মতবিনিময় এর লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য অংশীদারদের জন্য বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার, কর্মশালা এবং গোলটেবিল সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

চলমান কার্যক্রম

৯৩. Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর সমন্বয়ে যুগোপযোগী করে একটি নতুন আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া তৈরী করে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

৯৪. Securities and Exchange Rules, 1987 যুগোপযোগী করে এ বিষয়ে নতুন Rules প্রণয়নের নিমিত্ত Securities and Exchange Rules, 2019 এর খসড়া জনমত যাচাইয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯৫. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2020 এর খসড়া কমিশনে অনুমোদিত হয়েছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

৯৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রকাশ করা হয়েছে;

৯৭. সম্ভাব্য স্বাধীন পরিচালকদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করার জন্য কমিশন খসড়া অনুমোদন করেছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

৯৮. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 এর খসড়া কতিপয় পরিবর্তনসহ সংশোধন কমিশন অনুমোদন করেছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

৯৯. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer (QIO) বা Small Capital Companies) Rules 2018 এর খসড়া কতিপয় পরিবর্তনসহ সংশোধন কমিশন অনুমোদন করেছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

<u>বিএসইসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা</u>

১০০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কর্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বিএসইসি'র সিস্টেমসমূহ সম্পূর্ণ অটোমেশন করা;

১০১. আইসিটিসহ সিকিউরিটি বাজারের অবকাঠামোর উন্নীতকরণ;

১০২. বাজারে নতুন সিকিউরিটির অন্তর্ভুক্তিকরন;

১০৩. ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ।

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Major initiatives and reforms undertaken by the Commission during last nine years

[May, 2011-May, 2020]

The present Commission was assigned the responsibilities in May 2011 after the stock market debacle in 2010-11 due to sudden bubble and subsequent bursts. Since then, the prime duty of the Commission was to identify the reasons behind stock market debacle and conduct investigation, inspection and enquiry for restoring investors' confidence and ensuring market stability.

Some of the important measures, aiming at market stability and development, implemented by the Bangladesh Securities and Exchange Commission are mentioned hereunder:

Framing/Amending Laws

01. **Amendment of the Securities and Exchange Ordinance, 1969** incorporating provisions, *inter alia*, no legal proceeding before any court can be brought challenging an order of penalty imposed by the commission unless an amount of 15% of such penalty is deposited to the Commission, power to establish special Tribunal for capital market, power to seek information and access to information regarding bank account from any bank or any financial institution or organization related to the transaction of security, maintenance of secrecy by the Commission and the employees penalty for disclosure of information for the purpose of making profit through insider trading.
02. **Amendment of the Bangladesh Securities and Exchange Commission Act, 1993** incorporating provision among others, power to sign any agreement or contract with prior approval of the Government, power to seek information regarding bank account from any bank or financial institution or organization related to the transaction of security, power to control activities of clearing corporation for settlement of transaction of

derivatives and other securities, enhancing the regulatory capacity and operational efficiency and ensuring work environment for the employees of the Commission through fixing salary, allowances and other benefits for the employee of BSEC comparable to that of Bangladesh Bank. Moreover, with support of the Honorable Prime Minister, BSEC has taken many initiatives including establishment of its own office building, increase of manpower strength and development of skilled manpower through training at home and abroad.

03. **The Exchanges Demutualization Act, 2013** was enacted on 02 May, 2013 for Demutualization of Exchanges. Demutualization has ensured accountability and good governance of the exchange(s), separated the trading rights from its ownership and management with a view to improve the governance, increase the efficiency and maximizing the value of the exchanges. Independent directors are the majority in the board consisting of 13 directors and the Chairman must be an independent director of Demutualized Exchange. Independent Directors shall play the most important role in the Board Committees by ensuring neutrality, improving governance and enhancing business efficiency through their diverse experience and expertise.

Making of New Rules

04. In order to issue debt securities, the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 were introduced. Before October 29, 2012, there was no separate rule for raising capital through issuance of debt securities and most of the issuer moved to the banks for the long-term financing. These rules have opened rooms of long-term financing for the issuer via capital market. Mentionable that since the inception of the rules the companies have raised thousands of Crore Taka through issuance of debt securities from the capital market;

05. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 have been enacted. These rules are essential to protect the investors directly by designating a capital market research analyst in a legal format. It helps to ensure the accountability and code of conduct of the research analyst. Stock market analysis enables investors to identify the intrinsic value of a security before investing in it and thus making informed investment decisions;

06. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 were introduced. These Rules are applicable for registration and regulation of alternative investment including venture capital fund, private equity fund and impact fund. Fund managers registered under these Rules have raised fund and made investment at several start-up and small capital companies. It is very difficult for a start-up company or SME to raise its initial capital or fund from bank or NBFI. These Rules have been introduced to help such small businesses to raise their capital through alternative investment fund;

07. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange traded Fund) Rules, 2016 were enacted. These Rules are framed to guide formation, registration, subscription and other matters related to ETFs. This initiative would allow investors to quickly own a diversified set of securities, such as stocks, at a low cost. It would also allow investors to get very specific exposure to specific areas of the market;

08. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Development of Investors Education and Training) Rules, 2016 were made to conduct financial literacy program. Before that in 2011 Honorable Prime Minister instructed the Commission to launch a slogan for the investors- "know, analyze and invest". The rules provided comprehensive guidelines and materials for enhancing the awareness of the investors. Actually, financial literacy is the knowledge about personal management of finances. It gives twin benefits of protection from financial frauds as well as maing better plan for financially secured future. Financial literacy gives consumers the

necessary knowledge and skills required to assess the suitability of various financial products and investments available in the financial market. In order to aware retail investors, financial literacy program has been organized through training, workshop, seminar and conference highlighting the significance of financial planning, investment basics & evaluation.

09. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Clearing and Settlement) Rules, 2017 were made. Central Counterparty Bangladesh Limited (CCBL) was established to separate clearing and settlement activities from exchanges which will help reduce settlement risk. The CCBL basically becomes the buyer to every seller and the seller to every buyer. On this basis, if one of the CCBL members' defaults, the CCBL guarantees scheduled settlement for other members. Effective clearing mitigates systemic risk by lowering the risk of defaults from counterparty to counterparty;

10. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Investment Sukuk) Rules, 2019 were made. These rules are formulated to make guideline for raising fund through the issuance of Sukuk product. These rules will provide greater opportunities for Islamic finance to attract a wider investor base and expand its role to support sustainable objectives of finance. This initiative will explore the use of Islamic finance to support climate mitigation efforts, including the use of Islamic finance instruments to finance climate friendly projects. It will also explore policy, regulatory and institutional elements required for the sustainable use of Islamic finance to address climate change;

11. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Derivatives) Rules, 2019. These rules shall introduce types of indexes and securities derivatives which shall be used to mitigate investment risks through hedging,

12. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Short-Sale) Rules, 2019 have been made. These rules give guidance to stock dealer and stock

brokers regarding short selling framework and mechanism as well as minimize the short selling settlement risk. In a short sale, the investor borrows securities from a broker and sells them into the market with the understanding that the stock will be bought back at a later date and returned to the broker. If the stock goes down, the investor buys it back at a cheaper price and will make money on the trade;

13. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Risk Based Capital Adequacy) Rules, 2019 were made. These rules are set up for establishing a minimum regulatory and ongoing capital requirements for capital market institutions to protect financial firms, their investors, their clients as well as a strong capital market;

Amendment to Rules/Regulations

14. Amendment to the Securities and Exchange Rules, 1987 by incorporating special audit guidelines, which will improve the quality of auditor's report and credibility of audited financial statements;

15. Amendment to the Securities and Exchange Commission (Merchant Banker and Portfolio Manager) Rules, 1996;

16. Amendment to the Securities and Exchange Commission (Stock broker, Stock dealer and Authorized Representative) Rules, 2000;

17. Amendment to the Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules, 2001;

18. Amendment to the Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001

19. Amendment to the Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001

20. Amendment to the Depository (User) Regulations, 2003;

21. Amendment to the Securities and exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006 incorporating provisions of profitability record in the preceding year; no issuer shall price its rights share above par value who has not been in commercial operation and having track record of

profitability for immediate past three years, credit rating report of issuer for right offer at premium, summarized audited financial statements and dividend paid along with auditor certificates for five years or applicable shorter period;

22. Making of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Officer and Employee) Service Rules, 2014 by repealing the previous respective rules through SRO No. 26-law/2014 Gazette Notification dated February 10, 2014. Mentionable that, Financial Institution Division has created 180 (one hundred and eighty) number of posts and upgraded salary grade of few positions for the employee of BSEC vide letter No-53.00.0000.28.001.19-165 dated October 16, 2019. Moreover, Financial Institution Division has also created 25 (twenty five) number of office helpers of BSEC by letter No-53.00.0000.421.28.001-19- 186 dated November 14, 2019;
23. For increasing supply of good fundamental securities, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 was made and subsequently these rules was amended by incorporating or modifying or changing of provision regarding eligibility criteria for fixed price and book building methods, submission and processing of application, introducing Dutch auction for determining cut-off price through electronic bidding process and **issue price for general investors to be fixed at 10% discount from the cut-off price under book-building method**, underwriting, distribution quota of offered securities, disclosure requirements of prospectus, lock-in provision of existing shareholder and approval & issuing process;
24. Framing of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Market Maker) Rules, 2017 by repealing the previous respective rules;
25. Making of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Substantial share acquisition, takeover and control) Rules, 2018 by repealing the previous respective rules;

26. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer (QIO) by Small Capital Companies) Rules, 2018 was made. Small capital company whose paid-up capital shall stand from Tk. 50 (fifty) million to below Tk. 300 (three hundred) million, after raising capital through the QIO can raise fund through fixed price or book-building method under these Rules. To provide liquidity to investors listing and trading in small capital platform of exchanges of securities issued by small capital companies;
27. Making of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 by repealing the previous respective regulations;
28. Making of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 by repealing the previous respective regulations.

Other Reforms

29. After forming the new Commission in May, 2011 Honorable Prime Minister convened a meeting with all capital market stakeholders at Ganabhaban in presence of the Honorable Finance Minister, where she declared a Tk. 900 Crore incentive package for the victim small investors. Along with 20% IPO quota for them, the incentive package is being implemented since 19 August, 2013;
30. As per Order dated 27 July 2011, any issuer company shall not appoint any firm of chartered accountants as its statutory auditors for a consecutive period exceeding three years. The auditor should be independent from the client company, so that the audit opinion will not be influenced by any relationship between them. It will act as a determinant for auditors to give an unbiased and honest professional opinion on the financial statements to the shareholders;
31. Under the supervision of BSEC, in July 2011, the stock exchanges established corporate finance departments. This initiative will improve transparency, accountability and governance of listed companies as such to protect the interest of minority shareholders of the company;

32. Prior to IPO, a company used to sell shares to a selected group of investors privately instead of the public. There was no limit to the number of persons/institutions to whom shares were sold and price of all the privately placed shares were sold far above the face value and a kerb market was created. Innocent investors investing in those shares were expecting a good return in the secondary market, but unfortunately some of the companies did never apply to the commission or get approval of the regulator. This was one of the main reasons for investors becoming omnipotent or destitute. As per Notification of the Bangladesh Securities and Exchange Commission dated October.02, 2011, other than the existing shareholders, shares prior to IPO could be issued to not more than one hundred (100) investors (persons or institutions or both) having Tax Identification Number (TIN). The company required to offer shares through Offer document/ Information Memorandum (IM) prepared, processed and filed application to the Commission through a Merchant Banker. As such, Commission has given consent to issue share at par or face value without considering any premium up to 19th June 2019. This Notification ensured transparency and accountability and stopped malpractices of Issuer Company regarding issuing shares under private placement. Subsequently, in order to simplify capital raising process and encourage foreign direct investment, the Bangladesh Securities and Exchange Commission hereby grants exemption to all issuers or companies except the issuers of listed equity securities, from the provision of section 2A(2)(a) of the said Ordinance with respect of raising capital through issuance of equity security.

33. As per Notification dated November 22, 2011 All sponsors/promoters and directors of a company listed with any stock exchange shall all time jointly hold minimum 30% (thirty percent) shares of the paid-up capital of the company. The sponsors/promoters and directors holding less than 30% (thirty percent) shares shall acquire the rest amount within 6 (six) months of issuance of this Notification and each director other than independent

director (s) of any listed company shall hold minimum 2% (two percent) shares of the paid up capital, otherwise there shall be a casual vacancy of director. This initiative has improved responsibility of directors and sponsors through increasing shareholding positions and reduced free float number of shares in the market which help to stabilize the market by reducing supply compared to demand.

34. As per decision dated 23 November 2011, merchant bankers and subsidiaries would be able to collect minimum 51% of its capital from the parent company; the remaining portion can be collected from other sources;

35. As per decision dated 23 November 2011, the foreign institutional and non-resident Bangladeshi investors are exempted from the 10% capital gain tax due to investment in the capital market;

36. Upon recommendation of the Commission, as per decision dated 23 November 2011, any bank's financing in its subsidiary company involved in securities market would not be considered as the bank's 'exposure to capital market';

37. As per decision dated 23 November 2011, in case of provisioning, the banks are allowed to consider the net off position of its gain and loss from investment in securities; previously the net loss position was considered only for provisioning.

38. Upon recommendation of the Commission, the brokerage commission for transaction in the capital market was reduced from 0.1% to 0.05%;

39. A uniform face value of Tk.10 was determined for all the listed companies and mutual funds from 04 December 2011. This initiative helps investors to analyze and compare financial information among alternative securities of same face value for taking prudent investment decision. Moreover, a uniform face value of all the listed companies and mutual funds on a fixed date restricted companies to derive extra benefit out of increasing the number of shares without increasing the EPS. It was wrongly interpreted by the investors and led to unusual price hike of the

securities going for split at different time period, This action also helped reduce unexpected upper price advantages of lower face values securities compared to higher face values securities;

40. The Bangladesh Bank, Bangladesh Securities and Exchange Commission, and Insurance Development and Regulatory Authority signed a MoU on 23 September 2012 for Coordinated Surveillance and Supervision. This initiative increased confidence of the financial stakeholders and investors across the entire financial system;

41. Bangladesh Securities and Exchange Commission framed a 10-year (2012-2022) master plan for the development of the capital market on 26 November 2012. To develop a balanced, stable and resilient capital markets, Bangladesh Securities and Exchange Commission adopts this 10-year Master Plan for the purpose of achieving transparency, accountability, efficiency and strengthen regulatory activities of the capital market. This master plan included the following:

i) To rehabilitate the BSEC in terms of securing operational and financial independency, strengthening its organizational structure, enhancing (the quality, quantity and skills of) its staff; and strengthening its (information and internal control) systems;

ii) To strengthen the rules and regulations pertaining to the capital markets;

iii) To upgrade financial market infrastructure;

iv) To create a conducive environment to enable the orderly and sustainable emergence of new products (e.g. corporate bonds, asset-backed securities and derivatives etc);

v) To ensure a fertile environment to enable the orderly and sustainable expansion of institutional investors' (e.g. mutual funds, insurance companies, pension funds) participation in the capital markets;

The government and the Bangladesh Securities and Exchange Commission (SEC) have taken and implemented a good numbers of policy actions in accordance with Bangladesh Capital Market Development Master Plan regarding Legal and Regulatory Initiatives, Bond Market Initiatives, Financial Market Infrastructure Initiatives, Institutional Investor Initiatives, Derivatives and Securitization Initiatives and Taxation Initiatives for development of the capital market.

42. In order to ensure fair trading and conduct investigation on abusive, manipulative or illegal trading practices in the securities markets, the Bangladesh Securities and Exchange Commission introduced modern integrated surveillance software on 17 December, 2012. This market surveillance system, by generating alerts and detecting various manipulation in trading, helps to ensure transparency and accountability in orderly markets, where buyers and sellers are willing to participate because they feel confident in the fairness and accuracy of transactions;
43. As per Directive dated 30 December 2012, the omnibus account for non-discretionary portfolio management was converted to the clients separate BO account.
44. In order to reduce time and hassle, the process for IPO application through market intermediaries instead of bank was introduced.
45. At the instruction of the BSEC stock exchanges with the help of international experts constructed indices of international standard which reflect the real price movement of the securities. DSE on 28 January 2013 and CSE on 12 October 2014 initiated new indices.
46. Based on Demutualization ACT of 02 May, 2013, the stock exchanges have been demutualized on 21 November 2013;
47. BSEC's office building has been constructed at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka, through its own funding. Honorable Prime Minister laid the foundation stone of this building on 24 November 2013 and also inaugurated it on 08 January 2017;

48. Since 1995, BSEC was the ordinary member of International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the association of national securities regulators. After accomplishing necessary reforms in the capital market, BSEC achieved the full membership of IOSCO on 22 December 2013. The status of this membership was upgraded from ‘B’ to ‘A’ in which all developed markets like USA, UK, Japan, Australia and others are placed. Now BSEC has gained the status to take part in the IOSCO’s policy making process;
49. Upon the request of the Commission, the Government constituted special tribunal on 07 January 2014 for quick disposal of capital market related cases. This initiative solved two principal problems with the enforcement of securities laws and regulations, namely that ordinary court dockets are seriously overcrowded, resulting in cases not being heard for months or even years;
50. Honorable Prime Minister accorded reception with a crest to BSEC on 26 February 2014 on recognition of IOSCO’s up-gradation from Appendix 'B' to 'A’;
51. As per BSEC Notification issued on 13 November 2014, the Annual General Meeting (AGM) of a listed company shall be held within the city, town or locality in which the registered office of the company is situated;
52. One of our Executive Directors, Mr. Farhad Ahmed, was appointed as an Enforcement and Cooperation Advisor of IOSCO on secondment after signing IOSCO MMoU by BSEC. He worked in the IOSCO headquarter in Madrid, Spain for three years i.e from 19 January 2015 to 18 January 2018. This is a great honour for BSEC to be able to deploy an officer in the international regulatory body, which is considered to be very competitive requiring strong professional expertise and commitment.
53. After consistent pursuance of the Bangladesh Securities and Exchange Commission with the government, National Parliament passed Financial Reporting Act (FRA) on 06 September, 2015 and formed the Financial Reporting Council (FRC) under this Act. The main purpose was to ensure

fair, faithful, bias-free and misreporting-free presentation of financial statements. Another major purpose was to ensure the independence of auditors to give an unbiased and honest professional opinion on the financial statements which increases transparency, accountability and protection of minority shareholder interest through strict monitoring of the FRC. This Act also helped to boost corporate confidence in auditing, financial and non-financial reporting among users of financial statements while also improving faithfulness of audit activities & quality of audit reports.

54. The English version of the Bangladesh Securities and Exchange Commission Act, 1993 was published on 08 October 2015;
55. BSEC established its own training center on 17 November 2015 to impart the capital market related training;
56. A Memorandum of Understanding (MoU) on bilateral cooperation and technical assistance between the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) was signed at the Prime Minister's Office on 22 November 2015;
57. Dissolution of Grameen Mutual Fund One and AIMS First Guaranteed Mutual Fund was completed;
58. Conversion of eight mutual funds of ICB from closed-end to open-end mutual funds was completed;
59. BSEC started separate Investors Education Program for women investors;
60. An Order regarding publication of price sensitive information was published in the Bangladesh Gazette on 15 February 2016. According to this order, all listed companies will inform in writing to BSEC and Exchanges within half an hour of according any price sensitive decision or hearing such information, and accordingly disclose the price sensitive information through advertisement in a widely circulated Bangla and English daily newspaper and a web-portal;
61. Earlier DSE was a non-profit organization and it turned into a Public Limited company after the demutualization. Since then DSE was

transformed from an entity owned by mostly brokerage-owning members into a for-profit company owned by shareholders and segregation of ownership rights and trading rights. It was therefore necessary to make it profitable and attractive to the new shareholders. In the initial stage of demutualization, it was difficult to make profit and that's why DSE sought tax exemption to make a good start and attract the new investors. In this regard, DSE requested government through the Commission to take initiative regarding five-year tax exemption with an effort to make it a profitable and attractive organization to investors after demutualization. As a result, Exchange has been given tax holiday for five years at a graduated rate effective from 1 July 2014 as per SRO No.157-ain/aykar/2014, dated on 26 June 2014, issued by NBR. Moreover, NBR has revised the tax exemption rate from 80% to 100% for FY 2015-16 as per SRO No.109 - ain/aykar/2016, dated on 21 April 2016.

62. Mobile phone SMS has been introduced for debit /credit in the BO accounts. In this regard, CDBL offers FREE SMS Alerts to the Beneficiary Owner's (BO) cellular numbers by giving details of daily debit-credit transactions that have taken place in their accounts. This initiative reduced fraudulent transfer of securities;
63. Honorable Prime Minister inaugurated the Financial Literacy Program on 08 January 2017. Now BSEC is conducting countrywide Financial Literacy Program as knowledge is the most important capital for investment;
64. BSEC established Financial Literacy Department to impart financial literacy all over the country;
65. As a research and training institute, Bangladesh Academy for Securities Market (BASM) has been registered on 5th May, 2019. The main purposes of the BASM include skill development through training of employees, market intermediaries, enhancing investors' awareness through various education programs and spreading nationwide financial literacy program for different target groups.

66. As per agreement on 14 May 2018, Chinese consortium (consists of Shenzen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange) acquired 25% shares of Dhaka Stock Exchange. This consortium will provide technical support to the development of DSE;
67. According to the Demutualization Scheme 2013 the divestment of 25% share of DSE was mandatory for the DSE management. As such, the DSE received Tk. 947 crore from the sale of 25% of its stake to the Chinese Consortium strategic investors and distributed the same among 237 DSE shareholders. In this regard, Commission opined that this policy would increase the cash inflow into the market as well as help the government to earn more tax from the bourse. Subsequently, a good number of shareholders of DSE requested to the Commission to take initiative to reduce the capital gain tax on the sale proceeds for encouraging investment in the capital market. As such, the Commission requested the same to the government. Upon request of the Commission, as per advise of the Financial Institutions Division, Ministry of Finance, the National Board of Revenue (NBR) issued the Statutory Regulatory Order (SRO) that the gain tax on the amount received from the Chinese strategic investors against the sale of 25% DSE stake will be subject to only 5% gains tax, instead of 15% if the amount is invested in the capital market for a minimum period of three years.
68. To protect the interest of minority shareholders new Corporate Governance Code, 2018 was issued by amending the Corporate Governance Guidelines, 2012. The Corporate Governance Code sets out standards of good practice in relation to issues such as board composition and development, remuneration, accountability and audit, and relations with shareholders. The key objective of the corporate governance code is to enhance the governance in the listed companies and to strengthen shareholders’ rights and protect shareholders from expropriation by corporate insiders, whether managers or dominant shareholders;

69. Notification on financial reporting and disclosure has been issued on 20 June 2018;
70. BSEC observed its twenty-fifth anniversary (Silver Jubilee) program on 12-18 September 2018 through different events. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, MP graced the inaugural ceremony as the chief guest.
71. The IOSCO's "World Investor Week (WIW) 2018" was observed on 7-11 October 2018 for the first time in different jurisdictions. BSEC also observed the ceremony with various programs for investors and relevant stakeholders. Since then BSEC is observing the WIW every year.
72. The tenure of close end mutual fund has been re-fixed;
73. BSEC has introduced web portal External Data Request Processing (EDRP) to expedite the exchange of capital market related information as per requirement of the government organizations;
74. As per Order dated 24 April 2019, any provident fund for employee of non-government organization shall not be a sponsor of mutual funds;
75. As per Directive dated 8 May 2019, the provision for lock-in shall be counted from the first trading day in the stock exchange instead of the date of issuance of prospectus. The lock-in period for newly issued public shares of a company helps stabilize the stock price after it enters the market;
76. As per Directive dated 15 May 2019, the Block Module for Central Depository system (CDS) of CDBL has been introduced. Under this directive, all the Listed Companies and Asset Managers are required to block securities of their respective Company / Mutual Fund held in the BO Accounts of their Sponsors/ Directors/ Placement share/unit holders through the 'BLOCK' module of Central Depository System (CDS) of Central Depository Bangladesh Limited (CDBL). This module stopped any transfer of lock securities within the lock-in period;
77. New Notification dated 21 May 2019 has been issued by repealing the previous respective Notification dated 22 November 2011 imposing some

new conditions. As per this Notification, all sponsors/promoters and directors of a listed company shall all time jointly hold minimum 30% (thirty percent) shares of the paid-up capital of the company. Each director other than independent director (s) of any listed company shall hold minimum 2% (two percent) shares of the paid up capital;

78. As per Notification dated 23 May 2019, any listed company shall not declare bonus share without justified reason, i.e. BMRE. In case of a declaration of bonus shares, listed companies have to disclose the reasons for declaration of bonus shares and utilization of such retained amount as capital. Moreover, bonus shares will not be declared from capital reserve or revaluation reserve or any unrealized gain or out of profit earned prior to the incorporation of the company or through reducing paid up capital or through doing anything so that the post-dividend retained earnings become negative;.
79. As per Notification dated 16 July 2019, the re-investment procedure for mutual fund has been repealed. Dividends can be received as a source of income or they can be used to buy more shares. Most investors who buy mutual fund’s units are usually looking for a source of income as cash dividend, which means that the investors would like steady and reliable cash dividend from their mutual fund investment. This initiative will encourage investors to invest in mutual funds;
80. As per an initiative of the Commission, a bailout fund Tk. 856 crore has been formed to support the affected small investors under supervision of BSEC, Bangladesh Bank and ICB. Previously, the Government formed a fund Tk. 900 crore for the same purpose. This initiative will help to minimize the loss of affected small investors;
81. As per an Order dated 20 June 2019, all issuers or companies except the issuers of listed equity securities have been exempted from the provision of raising capital through issuance of equity security. This initiative simplified and reduced complexity for raising fund through private offer and will help increase Foreign Direct Investment;

82. Notification dated 20 June 2019 regarding certain conditions for IPO and rights issue have been issued. Under this notification, no issuer of a listed security shall utilize more than 1/3 (one-third) of the fund raised through IPO for the purpose of loan repayment. On the other hand, no issuer of a listed security shall take decision to issue rights shares within 2 (two) years from the date of publication of prospectus for IPO and before full utilization of proceeds of IPO or previous rights issue or repeat public offer (RPO), as the case may be. Moreover, no issuer of a security de-listed from any stock exchange and/or traded through the over-the-counter (OTC), shall take decision to issue rights shares before completion of 03 (three) financial years after the re-listing of its security with any stock exchange;
83. Bangladesh Securities and Exchange Commission and Asian Development Bank jointly organized a Regional Seminar on Financial Literacy and Investor Protection on 8-11 July, 2019, Dhaka, Bangladesh as a part of APEC Financial Regulators Training Initiative, where Honorable Prime Minister was the chief guest ;
84. Online Report Submission Platform (ORSP) has been introduced in July 2019 for getting monthly reports from the market intermediaries regarding compliance of certain provisions of securities laws. This initiative saves time and paper as well as reduces complexity;
85. In order to improve protection of investors' interest and submit complaint easily, recently the Bangladesh Securities and Exchange Commission has introduced the on-line based Customer Complain Address Module (CCAM). CCAM is an Online Complaint Management System which provides an online system of solving the problems faced by the investors by saving time and eradicate corruption. CCAM is a management technique for assessing, analyzing and responding to customer complaints;
86. Established separate SME platform in both the exchanges to provide liquidity of qualified investors, which will create opportunity to raise fund

by small & medium sized companies and Start-up Companies with high growth potential. The SME platform of the Exchange shall be open for SMEs whose post issue paid up capital shall be less than or equal to Tk. 30 crores;

87. Order dated 14 November 2019 regarding circuit breaker in security price movement in the stock exchanges has been issued. As per this order, standard upward or downward price change shall range from 3.75% to 10% based on reference price or previous days' close price. Moreover, circuit breaker for any newly listed security will be 50% for first two trading days and thereafter regular rate will be applicable. This initiative reduces price volatility of listed securities and helps to stabilize the stock price after it enters the market;

88. Three Notifications have been issued on 5 February 2020 as per requirement of Ease of Doing Business, which encourage foreign direct investment in Bangladesh;

89. A Panel of Auditors has been approved on 2 February 2020, which provides confidence to investors and creditors that company funds are handled appropriately. By reviewing financial statements and digging into accounting records, auditors can determine whether the financial statements and records accurately depict the company's true financial profile;

90. In order to provide liquidity to investors of non-listed equity and debt securities, BSEC and exchanges are working to develop Alternative Trading Board (ATB) instead of the OTC market. The Bangladesh Securities and Exchange Commission approved the alternative trading system rules to facilitate entry of new products like non-listed securities, bonds, debentures, Sukuk and open-end mutual funds into the country's stock market;

91. To protect the interest of investors and increase confidence of investors various measures have been taken by BSEC for facing COVID-19 pandemic. From the very beginning of the year 2020, Bangladesh stock

market has been demonstrating volatility in the share price movement. Besides liquidity and other problems the market in line with other global markets owing to concerns relating to COVID-19 pandemic, Bangladesh market also showed overall declining trend. In this regard, Bangladesh Securities and Exchange Commission, to protect and aware the investors, initiated the following policy measures for the development of capital market.

i) As per discussion with the government as the Honorable Prime Minister in the chair:

- ➢ Increasing the participation of banks and NBFIs in the capital market;
- ➢ Ensuring the access of merchant bankers and other institutional investors to low interest-bearing fund;
- ➢ Enhancing the investment capacity of ICB;
- ➢ Taking various measures for restoring the confidence in the market;
- ➢ Taking initiatives for increasing institutional investment in capital market; and
- ➢ Taking measures for listing good multinational and government companies to increase the supply of quality shares in the market.

ii) As per direction of the Government, commission issued an order dated 19 March, 2020 setting opening price (floor price) of listed security at the average price of the closing price of immediate preceding 5 trading days of 19 March, 2020 to stop panic selling by general Investors;

iii) Considering proposals of listed companies regarding the world wide effect of corona virus and its risk of spreading among the participant of AGM or EGM, the Commission is considering to allow conducting AGM/EGM through webinar/teleconference/any

means of electronic devices instead of conducting AGM physically in public venue.

iv) Online Report Submission Platform (ORSP) has been introduced in July 2019 for getting monthly reports from the market participants regarding compliance of certain provisions of securities laws. This initiative saves time and without physical presence of physical interactions;

v) The following awareness news as alerts to Covid-19 for all stakeholders of the Capital Market through Exchanges' on-line news feed:

"All concerned are hereby informed that (1) Discourage clients for rushing in the brokerage house and encourage more for trading through mobile apps and other internet based devices, (2) No hand shake, (3) No hugging; (4) Maintain reasonable social distance (at least one meter), (4) Identifying employees and clients who is coughing or sneezing or with any suspicious symptoms, (5) Avoid to touching eyes, nose, ears and mouth, (6) Arrangement of hand sanitizer every time to enter office premise (employees, clients and visitors), (7) Arrangement of mask to provide to employees and clients in the brokerage house, (8) Discourage visitors to enter into the office, (9) Arrangement of virtual office for part of employees on rotation basis and (10) Avoid face to face meetings in the office and encourage telephone/video conference among the employees and clients."

92. During last nine years, a number of discussion meetings, training programs, seminars, workshops and roundtable were organized for investors and other stakeholders for various purposes aiming at product and market development, awareness raising and exchange of views.

Ongoing Activities

93. A draft for making new law by repealing the Securities and Exchange Ordinance, 1969 and the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993 has been sent to the Financial Institutions Division on 19 November 2019;
94. The draft Securities and Exchange Rules, 2019 by repealing Securities and Exchange Rules, 1987 are opinion; under process of finalization;
95. Framing of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2020. Draft was prepared and already got Commission's approval and will be published in the newspapers and website for public opinion;
96. Making of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (TREC) Rules, 2020is in process of finalizing after getting public opinion;
97. Framing a guideline for preparing a list of potential independent directors; Draft Rules approved in the Commission meeting with few modifications and will be published in the newspapers and website for public opinion;
98. Amendment of Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015; Draft Rules approved in the Commission meeting with few modifications
99. Amendment of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer (QIO) by Small Capital Companies) Rules, 2018; Draft Rules approved in the Commission meeting with few modifications

Near future plan of BSEC

100. Strengthening organizational structure, enhancing staff and strengthening systems of BSEC**.;**

101. Up-gradation of the securities market infrastructure including ICT development;

102. Introducing new securities in the market;

103. Making efforts for increasing the number of institutional investors.